

বেসরকারীকরণ আইন, ২০০০

২০০০ সনের ২৫ নং আইন

সরকারী শি ও বাণিজ্য প্রতি ানসমূহ বেসরকারীকরণের উে শে বিধান প্রণয়নক

প্রণীত আইন

যেহেতু সরকারী শি ও বাণিজ্য প্রতি ানসমূহ বেসরকারীকরণক বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :-

১। সর্বাঙ্গিক শিরোনাম।- এই আইন বেসরকারীকরণ আইন, ২০০০ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসংগে র পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

- (ক) কমিশন অথ এই আইনের অধীন প্রতি ত বেসরকারীকরণ কমিশন;
- (খ) চেয়ারম্যান অথ কমিশনের চেয়ারম্যান;
- (গ) প্রবিধান অথ এ আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;
- (ঘ) ব ি বলিতে যেকোন ব ি সংঘ, সমিতি, কোম ানী, অংশীদারী কারবারও অন্তভূ ;
- (ঙ) বেসরকারীকরণ অথ কোন সরকারী শি বা বাণিজ্য প্রতি ানের হস্তান্তর; এবং আনুষ ািক প্রক্রিয়াদিও ইহার অন্তভূ ;
- (চ) শি ও বাণিজ্য প্রতি ান অথ সরকারী শি ও বাণিজ্য প্রতি ান;
- (ছ) সদস্য অথ কমিশনের সদস্য ;
- (জ) সচিব অথ কমিশনের সচিব;
- (ঝ) সরকারী শি বা বাণিজ্য প্রতি ান অথ এমন কোন শি বা বাণিজ্য প্রতি ান যাহা সরকার বা সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন বা তৎকর্তৃক হাপিত, প্রতি ত, পরিচালিত বা গঠিত কোন করপোরেশন, ট্রা , বোড, কোম ানী বা অন কোন প্রকার প্রতি ানের মালিকানাধীন, বা যাহা সরকার বা উ রূপ যেকোন প্রতি ান যেকোন ব ি র নিকট হস্তান্তর করার অধিকারী, এবং উ রূপ কোন শি বা বাণিজ্য প্রতি ানে বা কোন প্রতি ানে সরকারের বা উ রূপ কোন প্রতি ানের কোন অংশ, বত্ব, াথ বা পরিচালনা কিংবা ব বহাপনার অধিকারসহ, অন যেকোন অধিকারও ইহার অন্তভূ হইবে;
- (ঞ) হস্তান্তর অথ বিক্রয়, ইজারা, বন্দোবত বা অন কোন প্রকারে মালিকানা, বত্ব, াথ বা অধিকার হস্তান্তর বা অবসান এবং পরিচালনা বা ব বহাপনা অপণ বা হস্তান্তর ইহার অন্তভূ হইবে।

৩। আইনের প্রাধান্য। - আপাতত বলবৎ অন কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন ও তদধীন প্রণীত বিধির বিধানাবলী কা্যকর থাকিবে।

৪। কমিশন প্রতি। - (১) এই আইন বলবৎ হইবার পর যথাশীঘ্র সম্ভব, সরকার, গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বেসরকারীকরণ কমিশন নামে একটি কমিশন প্রতি করিবে।

(২) কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং উহার হারী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীল মোহর থাকিবে; উহার হার বা অহার উভয় প্রকার সমি অজন করার, অধিকারে রাখার এবং হস্তান্তর করার ক্ষমতা থাকিবে, এবং উহার নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং ইহার বিরুদ্ধে ও উ নামে মামলা দায়ের করা যাইবে।

৫। কমিশনের কা্যালয়। - কমিশনের কা্যালয় ঢাকায় থাকিবে।

৬। কমিশন গঠন। - নিম্নলিখিত সদস সমন্বয়ে কমিশন গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) চেয়ারম্যান, যিনি সরকার কতৃক নিযু হইবেন;

(খ) ছয়জন সংসদ সদস, যাহারা সংসদ নেতা কতৃক মনোনীত হইবেন;

(গ) দুইজন সাবক্ষণিক সদস, যাহারা সরকার কতৃক নিযু হইবেন;

(ঘ) সচিব, শি মন্ত্রণালয়, পদাধিকার বলে;

(ঙ) সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, পদাধিকার বলে;

(চ) সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, পদাধিকার বলে;

(ছ) সচিব, বৃ মন্ত্রণালয়, পদাধিকার বলে;

(জ) সচিব, পাট মন্ত্রণালয়, পদাধিকার বলে;

(ঝ) চেয়ারম্যান, সিকিউরিটিজ এ এ চেঞ্জ কমিশন, পদাধিকার বলে;

(ঞ) সভাপতি, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমাস এ ই ারিজ, পদাধিকার বলে;

(ট) যেকোন পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধিত্বকারী একজন ব ি, যিনি সরকার কতৃক দুই বৎসরের মেয়াদে মনোনীত হইবেন।

(২) চেয়ারম্যান হইবেন সরকারের অনূন প্রতিমন্ত্রীর পদমযাদাসন্ ন্ন একজন ব ি এবং সাবক্ষণিক সদস হইবেন সরকারের সচিব বা অতিরি সচিবের পদমযাদাসন্ ন্ন একজন ব ি।

(৩) কোন সংসদ সদস উপ-ধারা (১) (খ) এর অধীনে কমিশনের সদস মনোনীত হইলে এবং পরবর্তীতে তিনি সংসদ সদস না থাকিলে তাঁহার পদ শূন হইবে এবং তদলে একজন নতুন সংসদ সদস মনোনীত হইবেন।

(৪) মনোনীত কোন সদস সরকারের নিকট লিখিত পত্রযোগে পদত্যাগ করিতে পারিবেন।

(৫) মনোনীত কোন সদস্যের সদস্য পদ মনোনয়ন দানকারী কতৃপক্ষ যেকোন সময় বাতিল করিতে পারিবে এবং তদন্তে একজন নতুন সদস্য নিয়োগ করা যাইবে।

৭। চেয়ারম্যান ও সাবক্ষণিক সদস্য। - (১) চেয়ারম্যান কমিশনের একজন সাবক্ষণিক সদস্য ও উহার প্রধান নিবাহী হইবেন।

(২) চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সাবক্ষণিক সাবক্ষণিক সদস্যে ও চাকুরীর মেয়াদ ও শতাব্দী সরকার কতৃক নিধারিত হইবে।

(৩) চেয়ারম্যান -

- (ক) কমিশনের যাবতীয় সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে বাণবায়নের জন দায়ী থাকিবেন;
- (খ) কমিশনের প্রশাসন পরিচালনা করিবেন;
- (গ) কমিশনের সাবক্ষণিক সদস্যে ও দায়িত্ব ও কতব নিধারণ করিবেন;
- (ঘ) কমিশনের সকল কমকতা ও কমচারীদেও দায়িত্ব বন্টন করিবেন;
- (ঙ) কমিশনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক অন্যান্য কায সম্পাদন করিবেন।

(৪) চেয়ারম্যান ও সাবক্ষণিক সদস্য গণ তাঁহাদের কতব ও দায়িত্ব পালনের স্বাপাণে কমিশনের নিকট জবাবদিহি করিবেন।

৮। আকমিক শূন্যতা, ইত্যাদি। - (১) চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হইলে, সবমিধ চেয়ারম্যান কাযভার গ্রহণ না করা পযন্ত সরকার কতৃক মনোনীত কোন সাবক্ষণিক সদস্য চেয়ারম্যানরূপে দায়িত্ব পালন করিবেন।

(২) চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে তিনি তাহা দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, পুনরায় বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পযন্ত তৎকতৃক নিদেশিত কোন সাবক্ষণিক সদস্য চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করিবেন।

৯। কমিশনের সভা। - (১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, কমিশন উহার সভার কাযপদ্ধতি নিধারণ করিতে পারিবে।

(২) কমিশনের সভা, চেয়ারম্যানের সম্মতিক্রমে, সচিব কতৃক আত হইবে এবং চেয়ারম্যান কতৃক নিধারিত স্থান ও সময়ে ইহা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) অনূন পাঁচজন সদস্য সমন্বয়ে কমিশন সভার কোরাম গঠিত হইবে।

(৪) কমিশনের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন চেয়ারম্যান বা তাঁহার অনুপস্থিতিতে তৎকতৃক মনোনীত কোন সদস্য বা, উরূপ মনোনয়ন না থাকিলে, সভায় উপস্থিত সদস্য গণ কতৃক তাঁহাদের মধ হইতে মনোনীত কোন সদস্য।

(৫) প্রতে ক সদস্যের একটি ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী বারিত্বীয় বা নিণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৬) কোন সরকারী শি বা প্রতিপালকে বেসরকারীকরণের বিষয় কমিশন কতৃক বিবেচনাকালে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবকে কমিশনের সভায় উপস্থিত থাকিবার জন আমন্ত্রণ জানানো যাইবে, তিনি উ সভায় তাঁহার মতামত ব করিতে পারিবেন; তবে তাঁহার কোন ভোটাধিকার থাকিবেনা।

(৭) কমিশন গঠনে কোন ক্রটি রহিয়াছে বা উহাতে কোন শূন্যতা রহিয়াছে শুধুমাত্র এই কারণে কমিশনের কোন কার্য বা কার্যধারা বে-আইনি হইবেনা বা তৎসম্ম কে কোন প্রশ্ন উপস্থাপন করা যাইবেনা।

১০। কমিশনের কার্যাবলী। - (১) সরকারী শি ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহ বেসরকারীকরণের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক সময় সময় ঘোষিত নীতিমালা বা বায়নের প্রয়োজনে যাবতীয় কার্যক্রম বা পদক্ষেপ গ্রহণ, এবং সরকারকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানই হইবে কমিশনের প্রধান দায়িত্ব ও কতব।

(২) বিশেষ করিয়া ও উপরো বিধানাবলীর সামগ্রিকতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া, অনুরূপ দায়িত্ব ও কতবে ও মধ্যে নিম্নরূপ যেকোন বিষয় থাকিবে, যথা:-

- (ক) বেসরকারীকরণের জন নিদি কোন শি বা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের বা ৩৬ অবস্থা নিরূপণ ও বাজার মূলের ভিত্তিতে উহার মূল্যায়ন;
- (খ) উ রূপ বা ৩৬ অবস্থা নিরূপণ ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে সরেজমিনে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ এবং তদন্তানুষ্ঠান;
- (গ) উ রূপে নিরূপিত বা ৩৬ অবস্থা ও মূল্যায়নের ভিত্তিতে দরপত্রের শর্ত সাবধিকরণ;
- (ঘ) সর্গশি- শি ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান হস্তান্তরের লক্ষ্যে দরপত্র আহ্বান;
- (ঙ) আত্মস্বী দরপত্রদাতাগণের সর্গশি- শি বা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের জন ববস্থা গ্রহণ;
- (চ) আত্মস্বী দরপত্রদাতাগণকে অবহিত করার জন সর্গশি- শি বা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের অতীত কাজ-কর্ম, উৎপাদন বা ববসা-বাণিজ্য এবং উহার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্মুখে প্রয়োজনবোধে মন্তব্য সহ, বিবৃতি প্রস্তুতকরণ;
- (ছ) দরপত্র বাছাই, বিশেষণ ও গ্রহণ;
- (জ) গৃহীত দরপত্রের ভিত্তিতে সর্গশি- শি বা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান হস্তান্তরের জন যাবতীয় কাজ-কর্ম সম্পাদন;
- (ঝ) বেসরকারীকরণ সম্মুখে সরকারের নীতিমালা অধিকতর ফলপ্রসূ ও কার্যকর করার লক্ষ্যে প্রয়োজন হইলে সমীক্ষা পরিচালনা করিয়া সরকারকে পরামর্শ প্রদান;
- (ঞ) বেসরকারীকরণ সম্মুখে সরকারের নীতিমালা বা বায়নের সাফল্য বা বখতা বা উহার কারণ সম্মুখে সরকারকে নিয়মিতভাবে অবহিতকরণ;
- (ট) বেসরকারীকরণকর্তৃক শি বা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের উন্নতি বা অবনতি সম্মুখে পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনাকর্তৃক সরকারকে নিয়মিতভাবে অবহিতকরণ;
- (ঠ) বেসরকারীকরণের লক্ষ্যে কোন পদক্ষেপের পথে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হইলে উহা অপসারণের জন সকলের সহযোগিতাসহ অন যেকোন আইনানুগ ববস্থা গ্রহণ;
- (ড) বেসরকারীকরণের জন নিদি শি বা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের হস্তান্ত্র ও সহজতর করার জন সরকারের সর্গশি- মন্ত্রণালয় বা বিভাগকে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন পরামর্শ প্রদান;
- (ঢ) বেসরকারীকরণের প্রয়োজনীয়তা, উপযোগিতা ও সুফল সম্মুখে গবেষণা পরিচালনা ও তৎসম্ম কে জনসাধারণকে ওয়াক্ষেফহালকরণ;
- (ণ) বেসরকারীকরণ সম্মুখে কার্যক্রম পরিচালনার ব্যাপারে সরকারের সর্গশি- মন্ত্রণালয় বা বিভাগ বা প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা।

(৩) কোন শি বা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান হস্তান্ত্রের ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য শতসম্মুহের বরখেলাপ অথবা উহা হইতে বিচ্যুতি ঘটিলে সর্গশি- হস্তান্ত্র দলিল অনুসারে সরকার বা কমিশন প্রতিষ্ঠানটির দখল পুনগ্রহণ করিতে এবং প্রয়োজনবোধে উ দলিল বা প্রচলিত আইন অনুযায়ী শাস্তিমূলক বা অন বিধ ববস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

১১। বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়া। - (১) সরকার, কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে, সরকারী শি বা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহ বেসরকারীকরণের জন নীতিমালা প্রণয়ন করিবে এবং উহা সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ঘোষণা করিবে।

(২) উ নীতিমালার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার প্রয়োজনবোধে কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে, বেসরকারীকরণের জন সরকারী শি বা বাণিজ্য প্রতি নিদি করিবে। কেবলমাত্র বেসরকারীকরণের জন নিদি কৃত সংহা বা প্রতি ানের ক্ষেত্রে এই আইনে বিবৃত বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

(৩) উপধারা- (২) এর অধীন বেসরকারীকরণের জন নিধারিত সরকারী শি বা বাণিজ্য প্রতি ানসমূহের একটি তালিকা সরকার, তালিকাভু শি বা বাণিজ্য প্রতি ানসমূহ হতান্তরের লক্ষে প্রয়োজনীয় যাবতীয় ববহা গ্রহণ করার জন কমিশনের নিকট প্রেরণ করিবে।

(৪) উ তালিকার সহিত উহার অন্তভু প্রতে ক শি বা বাণিজ্য প্রতি ানসমূহ সম্প কে একটি সংক্ষিপ্ত ইতিবু , উহার আনুমানিক মূল ও উহার সম্প দ ও দায়-দায়িত্ব বিষয়ে একটি সু বণনা সংযু থাকিবে।

(৫) উ তালিকা প্রাপ্তির পর কমিশন হতান্তরের জন নিধারিত প্রতে ক শি বা বাণিজ্য প্রতি ানের বাব অবহা ও উহার বতমান বাজার মূল নিরূপণের জন সরেজমিন একটি প্রয়োজনীয় তথ সংগ্রহ ও তদন্তের ববহা করিবে।

(৬) উ তথ সংগ্রহ বা তদন্তের জন অভিজ্ঞ চাটোড একাউন্টেন্ট বা মূল নিধারক নিয়োগ করা যাইতে পারে।

(৭) উ তদন্ত রিপোর্ট চূড়ান্ত করিবার পূবে সংশি- মন্ত্রণালয়, বিভাগ, কম্পোরেশন, ট্রা বোর্ড, কতৃপক্ষ, কোম ানী বা প্রতি ানের প্রতিনিধিকে আলোচনায় উপহৃত থাকিবার জন আহবান জানানো যাইতে পারে।

(৮) উপ-ধারা ১০ এর বিধান সাপেক্ষে উ তদন্ত রিপোর্ট প্রাপ্তির পর কমিশন সংশি- শি বা বাণিজ্য প্রতি ানটি হতান্তরের জন দরপত্র আহ ান করিবে।

(৯) উ দরপত্রের দেশী বা বিদেশী আত্মহী বা অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন এবং সংশি- শি বা বাণিজ্য প্রতি ানটিতে কমরত শ্রমিক, কমচারী বা কমকতা সম্বন্ধে গঠিত কোন সমিতি থাকিলে উহাকেও ইহাতে অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হইবেঃ

তবে শত থাকে যে, কোন সরকারী প্রতি ান বা স্বর্বাধিবদ্ধ সরকারী প্রতি ান উ দরপত্রে অংশগ্রহণ করিতে পারিবে না।

(১০) কোন সরকারী শি বা বাণিজ্য প্রতি ানের শেষার হতান্তরের ক্ষেত্রে, সংশি- শেষার সরাসরি দরপত্রের মাধ মে বা ক এ চেকের মাধ মে হতান্তর করা যাইবে।

(১১) যদি সরকারী শি বা বাণিজ্য প্রতি ান হতান্তরের জন দরপত্র আহ ান করার পর কোন দরপত্র পাওয়া না যায় বা দাখিলকৃত দরপত্রে উল্লিখিত মূল গ্রহণযোগ্য না হয় তাহা হইলে, কমিশন পুনরায় দরপত্র আহ ান করিবে।

(১২) উ রূপে দ্বিতীয়বার দরপত্র আহ ান করার পরও যদি কোন দরপত্র পাওয়া না যায় বা দাখিলকৃত দরপত্রে উল্লিখিত মূল গ্রহণযোগ্য না হয় তাহা হইলে, কমিশন সংশি- শি বা বাণিজ্য প্রতি ানটির হতান্তরের জন বিদ মান অবহা়র পরিপ্রেক্ষিতে বেসরকারীকরণের জন সম্ভব অন যেকোন উপযু পস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে এবং তদসম কে কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

(১৩) উপ-ধারা (১২) এর অধীন গৃহীত বেসরকারীকরণের পস্থা সম্প কে কমিশন যথাসময়ে সরকারকে অবহিত করিবে।

(১৪) প্রয়োজনবোধে বেসরকারীকরণের লক্ষে কম্পোর্টেইজেশন এবং কমার্শিয়লাইজেশনসহ অন ান পদক্ষেপও গ্রহণ করা যাইবে।

(১৫) এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুকনা কেন, গৃহীত দরপত্র মোতাবেক কোন শি বা বাণিজ্য প্রতিানের হস্তান্তর মূল, গ্রহীতা কতৃক পরিশোধিতব দীর্ঘমেয়াদী ঋণসহ, পঁচিশ কোটি টাকার উর্ধ্বে হইলে, হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করিবার পূর্বে সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন হইবে।

(১৬) বেসরকারীকরণ সংক্রান্ত চূঁ প্রণয়নকালে সর্ধশি- সংহা বা প্রতিানের কমকতা/কমচারী/শ্রমিকগণ যাহাতে তাহাদেও প্রাপ নায পাওনা হইতে বি ত না হয় সরকার সেই বিষয়ে প্রয়োজনীয় কাযধারা গ্রহণ করিবে।

১২। হস্তান্তর দলিল। - (১) কোন সরকারী শি বা বাণিজ্য প্রতিান বেসরকারীকরণের লক্ষ্যে গৃহীত হস্তান্তর প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পযায়ে পৌঁছিলে, কমিশন প্রয়োজনীয় হস্তান্তর দলিল বা চূঁ পত্র সম্পাদনের জন সরকারের নিকট সুপারিশ পেশ করিবে এবং তৎসে কমিশন কতৃক গৃহীত যাবতীয় পদক্ষেপ সম্পকে একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনও সংযু থাকিবে।

(২) উ রূপ সুপারিশ প্রাপ্তির পর সরকার ংয়ং প্রয়োজনীয় হস্তান্তর দলিল বা চূঁ পত্র সম্পাদন করিবে অথবা, সরকার যদি সমীচীন মনে করে তাহা হইলে, কমিশনকে উহার পক্ষে প্রয়োজনীয় হস্তান্তর দলিল বা চূঁ পত্র সম্পাদন করিয়া দেওয়ার জন ক্ষমতা অপণ করিবে।

(৩) সরকার কতৃক ক্ষমতা অপিত হইলে কমিশন ংয়ং সরকারের পক্ষে প্রয়োজনীয় হস্তান্তর দলিল বা চূঁ পত্র সম্পাদন করিতে পারিবে এবং উ রূপে সম্পাদিত দলিল বা চূঁ পত্র সববাপারে এবং সবউর্থে সরকার কতৃক সম্পাদিত হস্তান্তর দলিল বা চূঁ পত্র বলিয়া গণ হইবে এবং সেই হিসাবেই উহা কাযকর হইবে।

(৪) কোন সংহা বা প্রতিান বেসরকারীকরণের মাধ মে প্রাপ্ত অর্থ প্রজাতনের সংযু তহবিলে জমা হইবে।

(৫) বেসরকারীকরণের মাধ মে অর্জিত অর্থ হইতে প্রথমে সর্ধশি- সংহা/প্রতিানের পূর্বের দায়-দেনা প্রচলিত আইনানুযায়ী পরিশোধ করা হইবে।

১৩। হস্তান্তর দলিল বা চূঁ পত্র সম্পাদন পরবর্তী পদক্ষেপ। - কোন সরকারী শি বা বাণিজ্য প্রতিান বেসরকারীকরণের লক্ষ্যে হস্তান্তর করার জন সম্পাদিত দলিল বা চূঁ পত্র কাযকর করার জন উ হস্তান্তর দলিল বা চূঁ পত্র অনুযায়ী কোন পদক্ষেপ বা কাযক্রম গ্রহণ করার প্রয়োজন হইলে, সরকার কমিশনকে উ রূপ পদক্ষেপ বা কাযক্রম গ্রহণ করার জন ক্ষমতা অপণ করিতে পারিবে, এবং উ রূপে, ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে, কমিশন উ উর্থে প্রয়োজনীয় যাবতীয় পদক্ষেপ বা কাযক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কমিশন কতৃক গৃহীত যাবতীয় পদক্ষেপ বা কাযক্রম সরকার কতৃক গৃহীত পদক্ষেপ বা কাযক্রম বলিয়া গণ হইবে এবং সেই হিসাবেই উহা কাযকর হইবে।

১৪। সচিব। - (১) কমিশনের একজন সচিব থাকিবেন।

(২) সচিব সরকার কতৃক নিযু হইবেন এবং তাঁহার চাকুরীর মেয়াদ ও শতাবলী সরকার কতৃক নির্ধারিত হইবে।

(৩) সচিব -

(ক) চেয়ারমানের অনুমতি সাপেক্ষে কমিশনের সভা আহবান করিয়া নোটিশ জারী করিবেন;

(খ) কমিশনের সভার কাযবিবরণী লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করিবেন;

(গ) কমিশনের হিসাব সংরক্ষণ, হিসাব বিবরণী প্রণয়ন ও হিসাব নিরীক্ষার ববহা করিবেন;

(ঘ) কমিশনের বাজেট প্রণয়ন করিয়া অনুমোদনের জন্য উহা কমিশন সমীপে পেশ করিবেন;

(ঙ) কমিশনের অর্থ ও সম্পত্তি এবং দলিল ও কাগজপত্র সংরক্ষণ ও হেফাজত করিবেন;

(চ) কমিশন, চেয়ারম্যান বা, চেয়ারম্যানের পরামর্শক্রমে, সাবস্ক্রিপ্ট সদস্য কতৃক অর্পিত বা নির্দিষ্ট কৃত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৫। কমিশনের অন্যান্য কর্মকর্তা কর্মচারী, ইত্যাদি। - (১) কমিশন উহার দায়িত্ব ও কর্তব্য সু ভাবে পালনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক অন্যান্য কর্মকর্তা, কর্মচারী, পরামর্শদাতা বা উপদেষ্টা নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ ও চাকুরীর শর্তাবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৬। কমিটি। - (১) কমিশন উহার দায়িত্ব পালনে উহাকে সহায়তা বা পরামর্শ প্রদানের জন্য প্রয়োজনবোধে এক বা একাধিক কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(২) কমিশন উহার সদস্য বা সদস্য বহিভূত ব্যক্তি সমন্বয়ে উক্ত রূপে কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(৩) উক্ত কমিটিসমূহের কার্যপদ্ধতি এবং দায়িত্ব কমিশন কতৃক নির্ধারিত হইবে।

১৭। কমিশনের তহবিল। - (১) কমিশনের একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে, যথাঃ

(ক) সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত অর্থ;

(খ) কমিশন কতৃক অন্যান্য সোর্সে উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(২) উক্ত তহবিল কমিশনের নামে তৎকর্তৃক অনুমোদিত কোন তফসিলী বাৎসরিক জমা রাখা হইবে এবং প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত তহবিল হইতে অর্থ উঠানো যাইবে।

(৩) উক্ত তহবিল হইতে কমিশনের ঋণগ্রহণ বা ঋণ নিবাহ করা হইবে।

১৮। বাজেট। - কমিশন প্রতি বৎসর সরকার কতৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থ বৎসরের বাষিক বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থ বৎসরের সরকারের নিকট হইতে কমিশনের কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে ইহার উল্লেখ থাকিবে।

১৯। হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা। - (১) কমিশন যথাযথভাবে উহার হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বাষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশ মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহা-হিসাব নিরীক্ষক নামে অভিহিত, প্রতি বৎসর কমিশনের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা রিপোর্টের অনুলিপি সরকার ও কমিশনের নিকট পেশ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) মোতাবেক হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহা-হিসাব নিরীক্ষক কিংবা তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কমিশনের সকল কাগজপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, নগদ ও বাৎসরিক গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভাণ্ডার এবং অন্যান্য বিধি সম্পর্কে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন।

২০। প্রতিবেদন। - (১) প্রতি অর্থ বৎসর সমাপ্তির ষাট দিনের মধ্যে কমিশন উ বৎসেও তৎকর্তৃক সম্পাদিত কাযাবলীর খতিয়ানসম্বলিত একটি বাষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং সরকার, যথাশীঘ্র সম্ভব, উহা জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের জন্য বহু গ্রহণ করিবে।

(২) সরকার প্রয়োজনমত কমিশনের নিকট হইতে উহার যেকোন বিষয়ের উপরে প্রতিবেদন বা বিবরণী তলব করিতে পারিবে এবং কমিশন উহা সরকারের নিকট সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

২১। আদালতের এখতিয়ার সম্পর্কে বাধা নিষেধ। - এই আইনের অধীনে কোন সরকারী শি বা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান বেসরকারীকরণ বা উ প্রতিষ্ঠান হস্তান্তরের পর ধারা ১০(৩) এর অধীনে উহার দখল পুনঃগ্রহণের বৈধতা সম্পর্কে অধঃতন আদালতে কোন প্রশ্ন উপস্থাপন করা যাইবে না।

২২। সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ। - কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্য, সচিব বা অন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী কৃত সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কোন কাজের ফলে কোন বিক্ষতি হইলে বা ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তৎসরকারের অনুমতি ছাড়া তাহার বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা দায়ের করা বা অন্য কোন প্রকার আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

২৩। ক্ষমতা অপণ। - (১) কমিশন লিখিত আদেশ দ্বারা, এই আইনের অধীন উহার যেকোন ক্ষমতা, কর্তব্য বা দায়িত্ব, সুনির্দিষ্ট শর্তে, চেয়ারম্যান বা অন্য কোন সদস্য বা সচিব বা অন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে অপণ করিতে পারিবে।

২৪। তদন্ত অনুষ্ঠান, ইত্যাদি। - এই আইনের উদ্দেশ্যে পূরণকর্তৃক, কমিশন বা তৎকর্তৃক নিযুক্ত কোন বিচারিক বা কৃতপক্ষ যেকোন সরকারী শি বা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করিয়া উহা পরিদর্শন করিতে বা উহাতে কোন অনুসন্ধান বা তদন্ত পরিচালনা করিতে পারিবে এবং উ রূপ প্রবেশ, পরিদর্শন, অনুসন্ধান বা তদন্ত পরিচালনা করিতে পারিবে এবং উ রূপ প্রবেশ, পরিদর্শন, অনুসন্ধান বা তদন্তের ব্যাপারে সর্বাধিক প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় সবপ্রকার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে।

২৫। জনসেবক। - কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্য, সচিব, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ (Penal code) (Act XLV of 1860) এর Section 21 - এ "public servant" (জনসেবক) কথাটি যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সে অর্থে "public servant" (জনসেবক) বলিয়া গণ্য হইবেন।

২৬। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা। - (১) এই আইনের উদ্দেশ্যে পূরণকর্তৃক, কমিশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এবং সরকারী গেজেটে জ্ঞাপন দ্বারা, প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) উপরোক্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতার আওতায় প্রণীত প্রবিধান দ্বারা নিম্নলিখিত বিষয় লি সম্পর্কে বিধান করা যাইবে, যথাঃ -

(ক) কোন নির্দিষ্ট সরকারী শি বা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান বেসরকারীকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় মূল্যায়নের জন্য দিক নির্দেশনা।

(খ) উ লক্ষ্যে দরপত্রের ফরম নিধারণ, দরপত্র আহ্বান, বিশেষণ ও বিবেচনা পদ্ধতি;

(গ) ধারা ১১ এর উপ-ধারা (১২) এবং (১৪) - তে উল্লিখিত বেসরকারীকরণের পদ্ধতি, হস্তান্তর দলিল ও চুক্তিপত্রের ফরম নিধারণ;

(ঘ) হস্তান্তরকৃত সরকারী শি বা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের মূল পরিশোধ ও জমাদান পদ্ধতি।

২৭। প্রাইভেটাইজেশন বোর্ড বিলোপ, ইত্যাদি। - কমিশন প্রতি তার সংগে সংগে -

- (ক) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের রিজলিউশন নং : মপবি/প্রশাউ/প্রাঃ বোর্ড - ১(১)/৯৩-৩০৬(২৫), তারিখ: ০৭/১২/১৯৯৩ এবং মপবি/প্রশাউ/প্রাঃ বোর্ড - ১(১)/৯৩-২০২(১৯), তারিখ: ০৫/১১/১৯৯৭ইং রহিত হইয়া যাইবে এবং তদধীন গঠিত প্রাইভেটাইজেশন বোর্ড, অতঃপর বিলুপ্ত বোর্ড বলিয়া অভিহিত, বিলুপ্ত হইয়া যাইবে;
- (খ) বিলুপ্ত বোর্ডের সাবক্ষণিক চেয়ারম্যান, সাবক্ষণিক সদস্য ও অন্যান্য কালীর সদস্য কমিশনে চেয়ারম্যান, সাবক্ষণিক সদস্য এবং অন্যান্য সদস্য হিসাবে এই আইনের অধীন নিযুক্ত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উ বিলুপ্তির পূর্বে তাঁহারা যে শতে উ পদ সমূহে আসীন ছিলেন সেই একই শতে তবে এই আইনের বিধান সাপেক্ষে তাঁহাদের ১ - ১ পদে আসীন থাকিবেন;
- (গ) বিলুপ্ত বোর্ডেও সকল হাবর ও অহাবর সম্পর্কে, নগদ ও বাণ্যে গচ্ছিত অর্থ, বিনিয়োগ ও দায়-দেনা কমিশনে হস্তান্তরিত হইবে এবং কমিশন উহার অধিকারী হইবে বা বহন করিবে;
- (ঘ) বিলুপ্ত বোর্ড কর্তৃক গৃহীত যাবতীয় সিদ্ধান্ত কমিশন কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং তদনুযায়ী উহা কাঙ্ক্ষিত হইবে;
- (ঙ) বিলুপ্ত বোর্ডের কৃত যাবতীয় কাজকর্ম, প্রদত্ত যাবতীয় আদেশ বা নির্দেশ, গৃহীত যাবতীয় ব্যবস্থা ও কর্মধারা, জারিকৃত যাবতীয় প্রজ্ঞাপন বা নোটিশ, প্রণীত প্রবিধান এবং আইনকৃত যাবতীয় দরপত্র কমিশন কর্তৃক কৃত, প্রদত্ত, গৃহীত, জারিকৃত, আইনকৃত এবং প্রণীত বলিয়া গণ্য হইবে;
- (চ) বিলুপ্ত বোর্ড কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত যাবতীয় মামলা মোকদ্দমা বা আইনগত কাঙ্ক্ষিত কমিশন কর্তৃক বা কমিশনের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা মোকদ্দমা বা কাঙ্ক্ষিত বলিয়া গণ্য হইবে এবং তদনুযায়ী উহা নিষিদ্ধ হইবে;
- (ছ) উ বিলুপ্তির পূর্বে সরকার কর্তৃক ঘোষিত সরকারী শিখা বা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান বেসরকারীকরণের জন ঘোষিত নীতিমালা কমিশন কর্তৃক বাতিল বা বায়নযোগ্য নীতিমালা বলিয়া গণ্য হইবে;
- (জ) বিলুপ্ত বোর্ডের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী কমিশনে বদলী হইবেন এবং তাঁহারা কমিশনে নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং এইরূপ বদলীর পূর্বে তাঁহারা যে শতে চাকুরীতে নিয়োজিত ছিলেন, কমিশন কর্তৃক পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত, সেই একই শতে তাঁহারা কমিশনে চাকুরীতে নিয়োজিত থাকিবেন।

কাজী মুহম্মদ মনজুরে মাওলা
সচিব

বেসরকারীকরণ আইন, ২০০০ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক ১১ জুলাই, ২০০০/২৭ শে আষাঢ়, ১৪০৭
বাংলাদেশ গেজেট-এর অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত।

UnRegistered